ভোরের কাগজ

26

তারিখ APR. 0 4 2000
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

নকলে সহায়তাকারী শিক্ষকের শাস্তি

বর্তমানে পাবলিক পরীক্ষায় নকল দেশের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখোমুখি নিয়ে যাচ্ছে। বিটিভিতে সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে, সেখানে একজন বলছেন, 'যারা নকলে সহায়তা করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।' এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, যদি সহায়তাকারীটি পরীক্ষার হলের বাইরের কেউ হয় তাহলে তার সঙ্গে সরকারের কথামতো মারামারি করে প্রতিরোধ করা যায় কিন্তু সহায়তাকারীটি যদি পরীক্ষার হলের কর্তব্যরত কোনো শিক্ষক হন তাহলে কি সরকারের কথামতো অন্য শিক্ষকেরা উক্ত শিক্ষকটির সঙ্গে পরীক্ষার হলেই মারামারি শুরু করবেন? তাছাড়া প্রতিরোধের অন্য কোনো উপায় তো দেখি না। কারণ বিগত বছরের পরীক্ষাগুলোতে নকলে সহায়তাকারী শিক্ষককে সরকারি প্রশাসন হাতেনাতে ধরেছে যা জাতীয় পত্রিকাগুলোতে ধৃত শিক্ষকের নাম ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে।

সরকার এসব নকলবাজ শিক্ষকদের জন্য শাস্তি হিসেবে ছয় মাস/এক বছর এমপিওতে বেতন স্থগিত রাখছেন, ফলে ছয় মাস। এক বছর পরে উক্ত শিক্ষক একসঙ্গে একটি বিশাল অঙ্কের টাকা পাচ্ছে। এক সঙ্গে এতো টাকা পাওয়ার মহানন্দে সে মিষ্টি ক্রয় করে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করছে। ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে 'নকলে সহায়তা করা কোনো শিক্ষকের জন্য যেন ভাগ্যের ব্যাপার।' তাহলে কি পরীক্ষায় নকলে সহায়তাকারী ধৃত শিক্ষকদের শাস্তি হিসেবে সরকার তাদের 'বেতন ডিপোজিট স্কীম' চালু করেছেন?

মোঃ আকমল হোসেন
শিক্ষক, সি.ও বাজার, রংপুর।